তারিখ ০৪ NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

যুগান্তর

দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য ১৭৮ শিক্ষার্থী

না'গঞ্জ ডিসির কাছে চোখের জলে অভিভাবকদের আকুতি

আলামিন প্রধান, *ফতুল্লা থেকে*

শহরের দেওভোগ এলাকায় অবস্থিত মর্গ্যান গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অকৃতকার্য ১৭৮ জন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। অবশেষে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কাছে আকুতি জানালেন অভিভাবকরা। তারা নানা সমস্যা তুলে ধরে সন্তানদের জন্য এসএসসি পরীক্ষায় জেলা প্রশাসক রাব্বি মিয়ার কাছে একটিবারের জন্য সুযোগ চেয়েছেন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক রাব্বি মিয়া বলেন, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে বুধবার বিকালে অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। এর মধ্যে মর্গ্যান গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক অশোক তরু জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করে বের হলে অভিভাবকরা তাকে ঘিরে ধরেন। অধ্যক্ষ তাদের এড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতে চাইলে অভিভাবকরা তাঁকে টানাহেঁচড়া করেন। এক পর্যায়ে পুলিশ গিয়ে অধ্যক্ষকে অভিভাবকদের মাঝখান থেকে উদ্ধার করে গাড়িতে তুলে দিলে তিনি ওই এলাকা ছাড়েন। এরপর অভিভাবকরা জেলা প্রশাসক রাব্বি মিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় একেকজন অভিভাবক একেক সমস্যা তুলে ধরে কান্নাকাটি করেন। সন্তানদের একটিবারের জন্য সুযোগ দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেন তারা। এক পর্যায়ে কোহিনূর বেগম নামে একজন অভিভাবক জেলা প্রশাসকের কাছে গিয়ে তার পায়ে ধরার চেষ্টা করেন। জেলা প্রশাসকের পিএ হাবিব মল্লিক ও পুলিশের পরিদর্শক শাহজালাল ওই অভিভাবককে বাধা দেয়। জেলা প্রশাসক রাব্বি মিয়া বলেন, আমি ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে কথা বলব। বুধবার আপনাদের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হবে।

> কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ

অভিভাবক কোহিনূর বেগম জানান, আমি গার্মেন্টে কাজ করি এবং আমার স্বামী আবদুর রহিম একটি বিস্কুট কারখানায় কাজ করে একমাত্র মেয়ে রাহিমা আক্তারকে লেখাপড়া করাচ্ছি। দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষার সময় রাহিমা অসুস্থ ছিল। বাড়িতেও নানা সমস্যা ছিল। যার কারণে রাহিমা ৩ বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। রাহিমা ভালো ছাত্রী বলে তার দাবি। তাকে সুযোগ দেয়া হলে সে এসএসসিতে পাস করবে। এছাড়া অন্য অভিভাবকদের দাবি, স্কুলের পছন্দমতো শিক্ষকদের কাছে না পড়ায় ফেল করানো হয়েছে। শিক্ষকরা অভিভাবকদের সঙ্গেও খারাপ আচরণ করেন। অভিভাবকদের মূল্যায়ন করেন না। শিক্ষার্থীরা জানান, সমস্যার কারণে আমরা কয়েকটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে পারিনি। তবে সুযোগ পেলে এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করব। অধ্যাপক অশোক তরু জানান, ম্যানেজিং কমিটি আছে। তাদের সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত। মর্গ্যান গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষার জন্য তিন বিভাগ থেকে ৫৩১ জন টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ১৭৮ জন অকৃতকার্য হয়েছে, যাদের সবাই ২ বা এর বেশি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।